প্রথম আলো

তারিখ ... 18 FEB 2015
পৃষ্ঠা ০৪ কলাম ০২

ক্লাসে ৭০% উপস্থিতিতেই পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ!

এমন উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মোশতাক আহমেদ ●

নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস না করলেও ক্লাসে নিয়মিতভাবে ৭০ শতাংশ উপস্থিত থাকা শিক্ষার্থীকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ, ছাড়া ক্লাসে ৭০ শতাংশ উপস্থিত থাকা শিক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষায় কোনো বিষয়ে অকৃতকার্যের দায়ভার যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের ওপর।

এসব বিষয়ে সব উচ্চবিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি ও মাদ্রাসাপ্রধানকে নির্দেশনা দিয়ে একটি পরিপত্র জারি করতে যাচ্ছে মন্ত্রণালয়। বর্তমানে নির্বাচনী (টেস্ট) পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীদের এসএসসি, এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান এই উদ্যোগের বিষয়টি নিশ্চিত করে গত সোমবার *প্রথম আলোকে* বলেন, এ বিষয়ে পরিপত্রের একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে শিগগির এই পরিপত্র জারি করা হবে।

মন্ত্রণালয়ের এমন উদ্যোগে আপত্তি জানিয়েছেন কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানেরা। তাঁরা বলেছেন, এমন উদ্যোগের কারণে 'দুর্বল' শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাস করার সুবাদে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে। এতে পাবলিক পরীক্ষার সামগ্রিক ফল খারাপ হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনে করছে, কোনো কোনো বিদ্যালয় শতভাগ পাস কিংবা ভালো ফলাফল দেখাতে নির্বাচনী পরীক্ষায় এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয় না। এ ছাড়া অসুস্থতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন অযাচিত ঘটনার কারণেও অনেক শিক্ষার্থী নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে না পারায় পাবলিক পরীক্ষা দেওয়া থেকে বঞ্চিত হয়, যা কাম্য নয়। এ জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েছে কিন্তু ক্লাসে নিয়মিতভাবে ৭০ শতাংশ উপস্থিতি থাকে, এমন শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা উচিত। এ ছাড়া নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয়ে খারাপ ফল করলে তা বিশ্লেষণ করা হবে। এক বছর যে শিক্ষক ওই বিষয় পড়িয়েছেন, এ জন্য তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে চায় মন্ত্রণালয়। খারাপ করার দায়ভার শিক্ষককেই নিতে হবে।

ওই খসড়া পরিপত্রে রয়েছে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ ও প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের এক মাসের মধ্যে সভা করে শিক্ষকের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয়ের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পুরস্কার বা তিরস্কারের ব্যবস্থা নেবেন। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষকদের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয়ের পারফরম্যান্স মূল্যায়নসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন। পরে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রাপ্ত তথ্য সমন্বিত করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে পাঠাবেন।

খসড়ায় বলা হয়, এ আদেশের ব্যতিক্রম হলে সংশ্লিষ্ট দায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠান আছে শুধু ভালো ফল দেখানোর জন্য ইচ্ছা করে দুর্বল শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে দেয় না। এর ফলে ওই সব শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে অনেকে প্রতারিতও হয়। এ জন্যই তাঁরা ক্লাসে উপস্থিতির ওপর জোর দিচ্ছেন।

তবে রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম মনে করেন, মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগ কোনোভাবেই ভালো হবে না। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের দেশের বিবেচনায় এটা কোনোভাবেই সঠিক হবে না। এমন হলে শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো পড়াশোনা না করে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে ক্লাসে আসার ওপর জোর দেবে।' তাঁর মতে, অবশ্যই পরীক্ষার আগে নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া উচিত।

অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের পক্ষে। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, একজন শিক্ষার্থী তো বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েই ওপরের ক্লাসে ওঠে। কোনো শিক্ষার্থী যখন বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণিতে ওঠে, তখন তার যদি কোনো দুর্বলতা থাকে, শিক্ষকদের উচিত সেই দুর্বলতা সারিয়ে তোলা। এরপর ওই শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকলে নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করবে কেন? তিনি বলেন, অনেক বিদ্যালয় আছে, যেখানে নির্বাচনী পরীক্ষা অনেক কঠিন করে নিয়ে শিক্ষার্থীদের ফেল করিয়ে কোচিং বা প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করা হয় এবং তখন পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। এসব বাজে সংস্কৃতি দূর করা দরকার।